চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

www.ccc.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি) ০৬ মার্চ ২০২২

অমর একুশে বইমেলা বইমেলা পরিষদের সভা

৫০ বছরে বাংলাদেশ উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় অসংখ্য মাইলফলক ছুঁয়েছে : মো. জসিমউদ্দীন চৌধুরী

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে সৃজনশীল প্রকাশনা পরিষদ ও নাগরিক সমাজের সহযোগীতায় বঙ্গবন্ধুকে নিবেদিত অমর একুশে বই মেলায় পেশাজীবি সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পূর্বকোণ লিঃ এর চেয়ারম্যান মো.জসিমউদ্দীন চৌধুরী বলেছেন, গত ৫০ বছরে বাংলাদেশ তাঁর উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় অসংখ্য মাইলফলক ছুঁয়েছে। তবে কিছু ঘাটতিও রয়েছে, যেগুলো আমাদের স্বাধীনতার চেতনার পরিপন্থী। এখনই উপযুক্ত সময় নিজেদের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখার এবং মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদদের স্বপ্নগুলোকে পূরণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের, যেখানে সব মানুষ স্বাধীনতা ও সমমর্যাদা উপভোগ করবে। তিনি বলেন, রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে সৃষ্ট আন্দোলনে যে স্বাধিকারের বীজ বপন হয়েছিলো, তা সযত্নে লালন-পালন করে স্বাধীন মাতৃভূমি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের পরিণত মহিরূহে রূপান্তরিত হয়। শেখ মুজিব থেকে পরিণত হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। এক দশক আগেও বাংলাদেশকে যেখানে দারিদ্র্য আর অনুন্নয়নের উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করা হতো, আজ উন্নয়ন বিশেষজ্ঞগণ সেই বাংলাদেশকেই দারিদ্র্য-জয় এবং উন্নয়নের আদর্শ মডেল হিসেবে তুলে ধরছেন। তিনি আরো বলেন, আজকের এই উত্তরণের পথ মোটেই মসৃণ ছিল না। দেশের ভিতরে-বাইরে স্বাধীনতা এবং মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তি বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করতে নানা অপতৎপরতা চালিয়েছে। সে প্রক্রিয়া এখনও অব্যাহত আছে। কাজেই আমাদের সকলকে অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে দেশবিরোধী সকল অপতৎপরতা রুখে দাঁড়াতে হবে।

চট্টগ্রাম পেশাজীবি সমন্বয় পরিষদের সভাপতি ও বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. এ কিউ এম সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বইমেলা কমিটির আহ্বায়ক কাউন্সিলর ড. নিছার উদ্দিন আহমেদ মঞ্জু। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মো. ইসমাইল খান। প্রধান বক্তা ছিলেন বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক সহসভাপতি পেশাজীবি সমন্বয় পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রিয়াজ হায়দার চৌধুরী। আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা এড. আবু মোহাম্মদ হাশেম, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপিকা ড. সেলিনা আখতার, বঙ্গবন্ধু প্রকৌশল পরিষদের সভাপতি চৌধুরী মোহাম্মদ হারুন, বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি অধ্যাপক আবু তাহের চৌধুরী, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি চট্টগ্রাম অঞ্চলের সভাপতি অঞ্চল চৌধুরী, চট্টগ্রাম জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল আলম বাবু, এড. মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরী।

প্রধান আলোচক সাংবাদিক রিয়াজ হায়দার চৌধুরী বলেন, বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, আমার রাজনীতির মুক্তি হয়েছে। আমার অর্থনীতির মুক্তি প্রয়োজন। এইটা না হলে স্বাধীনতা বৃথা হয়ে যাবে। যদি বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়, যদি বাংলার মানুষ সুখে বাস না করে, বাংলার মানুষ যদি অত্যাচার, অবিচারের হাত থেকে বাঁচতে না পারে তো এই স্বাধীনতা বৃথা হয়ে যাবে। তাঁর এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদান করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে ২০৪১সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ আধুনিক বাংলাদেশ গড়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নেয়ার জন্য পেশাজীবি, কৃষক, শ্রমিকসহ সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মো. ইসমাইল খান বলেন, আমাদের নতুন প্রজন্মকে ইতিহাস থেকে জ্ঞান নিয়ে নেতৃত্ব গ্রহণ করার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় এখন থেকে যুক্ত হতে হবে, না হয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ২০৪১ সালের উন্নত সমৃদ্ধ দেশ গড়ার ভিশন বাস্তবায়ন সম্ভব হবেনা।

সভাপতির বক্তব্যে পেশাজীবি সমন্বয় পরিষদের সভাপতি ডা. এ কিউ এম সিরাজুল ইসলাম বলেন, আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে সকল শ্রেণি পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেছিল, তারই ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ। সেই বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু ৭২এ অসাম্প্রদায়িক সংবিধান উপহার দিয়েছিলেন। সেই সংবিধানের মূল কথা ছিল প্রজাতন্ত্রের মালিক জনগন। এই মালিকানা সঠিক ভাবে অর্জন করার জন্য আমাদের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

বইমেলায় আগামীকালের অনুষ্ঠানসূচি হলো ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ নিয়ে আলোচনা সভা।

স্বাক্ষরিত/-
(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩